রাক'আত ছুটে গেলে অবশিষ্ট সলাত আদায়ের নিয়ম-কানুন বিষয়ক

সলাতে

মাসবূকের বিধি-বিধান

আব্দুল বারী বিন সোলায়মান

সম্পাদনায়: শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

নিরীক্ষণে: শায়খ সাইদুর রহমান রিয়াদী

প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুস সালাফ

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
মাসবূক কাকে বলে?	৬
পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে মাসবূকের বিধান	
সলাত শুরু হয়ে গেলে তাড়াহুড়ো করে কিংবা দৌড়িয়ে আসা যাবে না	৬
মাসবূক ব্যক্তির সলাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথম করণীয়	৭
মাসবূকের তাকবীরাতুল ইনতিকাল বলার বিধান	৮
ইমামের রুকূ, সাজদা বা বৈঠক থেকে উঠার অপেক্ষা করা অনুচিত	৯
তাকবীরে উলা ধরার আশায় সলাতে শরীক না হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না	৯
মাসবূক তাকবীরে তাহরীমা বলে বুকে হাত বাঁধবে কি?	১০
মাসবূক ছানা ও সূরা পড়বে কি?	১০
জাহরী সলাতে মাসবূকের ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর বিধান	১১
সিররী সলাতে মাসবূকের ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর বিধান	১১
সলাতে প্রবেশের পরপরই কিংবা ফাতিহার কিছু অংশ পড়তেই ইমাম আমীন বললে মাসবূক কখন আমীন বলবে?	১২
ফাতিহার মাঝে আমীন বললে মাসবূককে শেষে কি আবার আমীন বলতে হবে?	১২
ছানা কিংবা ফাতিহা শেষ হওয়ার পূর্বেই ইমাম রুকূতে চলে গেলে সেটা রাকআত গণ্য হবে কি? আর এ অবস্থায় মাসবূকের করণীয় কী?	১৩
শুধু রুকূ পেলে রাকআত গণ্য হবে কি?	১৩
ইমামকে সামান্য সময়ের জন্য রুকূতে পেলে-	১৪
ইমামের রুকূ থেকে উঠার পরে কেউ এসে নিজের মতো রুকূ করলে সেটা রাকআত গণ্য হবে কি?	১৫

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইমাম বৈঠক থেকে উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করেন, তখন মাসবূকের প্রথম রাকআত হলে কিংবা কোনো রাকআত না হলেও কি সে হাত উঠাবে?	১৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি: ইমামের সাথে যে রাকআত পাবে সেটাই মাসবূকর প্রথম রাকআত হিসাবে গণ্য হবে	১৬
• ইমামের সাথে এক রাকআত পেলে করণীয়	১৭
• ইমামের সাথে দুই রাকআত পেলে করণীয়	১৮
• ইমামের সাথে তিন রাকআত পেলে করণীয়	১৮
• ইমামের সাথে কোনো রাকআত না পেলে করণীয়	১৮
মাসবূকের তাশাহহুদের বৈঠক করার নিয়ম	১৯
ইমামের সাথে তাওয়াররুক করার (নিতম্বের ভরে বসার) বিধান	২০
ইমামের শেষ বৈঠকে মাসবূক তাশাহুদের পরবর্তী দু'আগুলো পড়বে কি?	২১
সলাতে ভুল হলে ইমামের সাথে মাসবূক সাহু সাজদা দিবে কি?	২১
ইমামের সালাম ফিরানোর কতক্ষণ পরে মাসবূক উঠে দাঁড়াবে?	২১
জাহরী সলাতে চতুর্থ রাকআত কিংবা শেষ বৈঠকে সলাতে শরীক হলে প্রথম এক বা দুই রাকআতে সরবে ক্বিরাআত করতে হবে নাকি নীরবে?	২২
সালাম ফিরানোর পর মাসবূককে পুনরায় সাহু সাজদা দিতে হবে কি?	২২
মাসবূক ভুলক্রমে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে দিলে করণীয়	২৩
ইমামের ভুলবশত অতিরিক্ত রাকআত মাসবূকের রাকআত সংখ্যায় যুক্ত হবে কি?	২৪
ইমামের রাকআত কম হওয়ার কথা সালাম ফিরানোর পরে জানা গেলে মাসবূক কি ইমামের সাথে শরীক হবে? না একাকী সলাত শেষ করে ফেলবে?	২৪
মাসবূক তার অবশিষ্ট সলাত আদায় করতে গিয়ে ভুল করলে	২৫
পরিশিষ্ট: এক রাকআত পেলেই জামাআতের ছওয়াব হয়ে যায়, কিন্তু পূর্ণ জামাআত পাওয়া আর জামাআতের কিছু অংশ পাওয়ার ছওয়াব কি সমান?	২৫
মাসবূকের সলাতের সাথে কেউ জামা'আত ধরতে পারবে কি?	২৬

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
মুকীমের ইমামতিতে মুসাফির মাসবূক হলে-	২৬
তারাবীহের সলাত আদায়কারীদের সাথে ইশা সলাত আদায় করা যাবে কি?	২৭
জুমআর সলাতে মাসবূকের বিধান	
জুমআর সলাত এক রাকআত পেলে বা শেষ রাকআতে রুকূ পেলে	২৭
জুমআর সলাত এক রাকআতও না পেলে করণীয়	২৮
জানাযার সলাতে মাসবূকের বিধান	
একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি	২৯
জানাযার সলাতে এক বা একাধিক তাকবীর ছুটে গেলে করণীয়	৩০
মাসবূক জানাযায় সূরা ফাতিহা শেষ করার পূর্বেই ইমাম দ্বিতীয় তাকবীর দিলে মাসবূকের করণীয়	৩০
এক/দুই তাকবীর ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকবীরগুলো কি আদায় করতে হবে?	৩০
ঈদের সলাতে মাসবূকের হুকুম	
ঈদের সলাতে কিছু তাকবীর ছুটে গেলে করণীয়	৩২
এক রাকআত ছুটে গেলে কাযা আদায়ের সময় অতিরিক্ত তাকবীর দিবে কি?	৩২
দুই রাকআতই ছুটে গেলে করণীয়	৩৩
চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সলাতে মাসবূকের হুকুম	
চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সলাতের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি	৩৩
চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সলাতে এক রাকআত ছুটে গেলে	৩৪
কেউ দ্বিতীয় রুকূ পেলে সেটা কি পূর্ণ রাকআত হবে?	৩৪
চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সলাতের পিছনে ফরয সলাত আদায় করা যাবে কি?	৩৫
ইসতিসক্বার সলাতে মাসবূকের হুকুম	৩৫

মাসবূক কাকে বলে?

'মাসবূক' শব্দের অর্থ পশ্চাদবর্তী। আরবী سُبِقَ – يُسْبَقُ - مَسْبُوْقٌ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়- যার পূর্বে অন্য কেউ পার হয়ে গিয়েছে, পশ্চাদবর্তী। শরীয়তের পরিভাষায়- সলাতের এক বা একাধিক রাকআত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি সলাতে শরীক হয়, তাকে মাসবূক বলা হয়। যেহেতু ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লী তার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে, আর সে পিছে পড়ে গিয়েছে, তাই তাকে মাসবূক বা পশ্চাদবর্তী বলা হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে মাসবূকের বিধান

সলাত শুরু হয়ে গেলে হলে তাড়াহুড়ো করে কিংবা দৌড়িয়ে আসা যাবে না

আব্দুল্লাহ ইবনু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমরা নবী s এর সাথে সলাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি কিছু লোকের হৈচৈ শুনতে পেলেন। সলাত শেষে বললেন, তোমাদের কী হয়েছিল? তারা বলল, আমরা তাড়াহুড়ো করে সলাতে আসছিলাম। তিনি বললেন, এমনটা করো না। যখন তোমরা সলাতে আসবে, তখন ধীরস্থিরভাবে আসবে। যতটুকু পাবে, আদায় করবে। আর যতটুকু ছুটে যাবে, তা পূর্ণ করে নিবে'। (সহীহ বুখারী, হা/৬৩৫)[১]

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ s বলেছেন, 'যখন সলাতের ইকামত দেওয়া হয় তখন তোমরা দৌড়িয়ে এসো না। বরং হেঁটে হেঁটে ধীরস্থিরভাবে আসো। যতটুকু পাবে, আদায় করবে। আর যতটুকু ছুটে যাবে, তা পূর্ণ করে নিবে'। (সহীহ বুখারী, হা/৯০৮)[২]

---

[১] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

[২] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

মাসবূক ব্যক্তির সলাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথম করণীয়

মাসবূক ব্যক্তির সলাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হলো- তাকবীরে তাহরীমা 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত কাঁধ কিংবা কান বরাবর উঠাবে। অতঃপর ইমাম যদি ক্বিয়াম (দাঁড়ানো)[৩] অবস্থায় থাকে, তাহলে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে। আর যদি ইমাম ক্বিয়াম অবস্থায় না থাকে, তাহলে হাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে ইমাম যে অবস্থায় আছে সেখানে চলে যাবে। অর্থাৎ রুকূতে থাকলে রুকূতে যাবে, সাজদায় থাকলে সাজদায় যাবে অথবা বৈঠকে থাকলে বৈঠকে চলে যাবে।

মদীনার এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, একদা নবী s সাজদারত অবস্থায় আমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেলেন। সলাত শেষে তিনি বললেন, আমি কার জুতার আওয়াজ শুনতে পেলাম? আমি বললাম, আমার হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তুমি কী করছিলে? আমি বললাম, আমি এসে আপনাকে সাজদারত পেলাম তাই আমিও সাজদায় চলে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, ঠিকই আছে। এভাবেই করো। তবে এটাকে রাকআত গণ্য করো না। যে কেউ আমাকে রুকূ, ক্বিয়াম কিংবা সাজদারত অবস্থায় পাবে, সে যেন আমি যে অবস্থায় আছি সে অবস্থায় চলে যায়'। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হা/২৬০১)[৪]

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ s -কে যখন যে অবস্থায় পেয়েছি তখন সে অবস্থাতেই চলে গিয়েছি। অতঃপর ছুটে যাওয়া অংশ পুরণ করেছি।' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৭৭)[৫]

---

[৩] সলাতে ছানা, সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়ার সময়ের দাঁড়ানো অবস্থাকে ক্বিয়াম বলে।

[৪] عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خَفْقَ نَعْلِي وَهُوَ سَاجِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلِهِ؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: وَجَدَتُكَ سَاجِدًا فَسَجَدْتُ، فَقَالَ: هٰكَذَا فَاصْنَعُوا وَلَا تعْتَدُوْا بِهَا، مَنْ وَجَدَنِي رَاكِعًا، أَوْ قَائِمًا، أَوْ سَاجِدًا، فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى حَالِيْ الَّتِيْ أَنَا عَلَيْهَا.

[৫] قَالَ مُعَاذٌ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِي.

হাদীছটি আবূ দাঊদে এভাবে এসেছে- মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি তাকে যে অবস্থায় দেখেছি সেখানেই চলে গিয়েছি।' (আবূ দাঊদ, হা/৫০৬)[৬]

অনুরূপভাবে তিরমিযীতে এসেছে- মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী s বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সলাতে আসবে, আর ইমাম কোনো অবস্থায় থাকবে, তখন ইমাম যা করছে সে যেন তাই করে।' (তিরমিযী, হা/৫৯১)[৭]

মাসবূকের তাকবীরাতুল ইনতিকাল বলার বিধান

সলাতের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য প্রদত্ত তাকবীরকে 'তাকবীরাতুল ইনতিকাল' বা স্থানান্তরের তাকবীর বলে। যেমন: ক্বিয়াম থেকে রুকূতে যাওয়া, রুকূ থেকে সাজদায় যাওয়া, সাজদা থেকে উঠা ইত্যাদি সময়ে যে 'আল্লাহু আকবার' বলা হয় সেটাই তাকবীরাতুল ইনতিকাল।

মাসবূক এসে যদি দেখে যে, ইমাম রুকূ, সাজদা কিংবা বৈঠকে আছেন, তাহলে সে প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা 'আল্লাহু আকবার' বলে রফউল ইয়াদাইন করবে। অতঃপর হাত নামিয়ে নিয়ে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে ইমামের অবস্থানে চলে যাবে। (লাজনা দায়েমা, ৬/২৩৭)[৮] তবে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীছের আলোকে দ্বিতীয়বার 'আল্লাহু আকবার' না বলে তাকবীরে তাহরীমা পর সরাসরি ইমামের অবস্থানে চলে যাওয়ার পক্ষেও একদল বিদ্বান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (আবূ দাঊদ, হা/৫০৬)[৯] অতএব সেটাও আমল করা যায়। -আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[৬] قَالَ مُعَاذٌ: لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا.

[৭] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ.

[৮] **السؤال**: دخلت المسجد فوجدت الناس في السجود، هل أكبر تكبيرة واحدة وأجلس معهم أم تكبيرتين وأجلس معهم؟ **الجواب**: إذا دخلت المسجد وقد سجد الإمام فتكبر تكبيرة الإحرام واقفا، ثم تكبر تكبيرة السجود وتسجد معهم ثم إذا سلم الإمام تعيد هذه الركعة بأن تقوم وتأتي بركعة؛ لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام.

[৯] قَالَ مُعَاذٌ: لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا.

ইমামের রুকূ, সাজদা বা বৈঠক থেকে উঠার অপেক্ষা করা অনুচিত

মসজিদে এসে দেখলেন- ইমাম সাজদায় কিংবা বৈঠকে আছেন, তখন কি ইমামের উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন? উত্তর হলো- না। তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত উত্তোলন করে ছেড়ে দিবে। অতঃপর পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে ইমাম যে অবস্থায় আছে, সেখানে চলে যাবেন। (আবূ দাঊদ, হা/৫০৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৭৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হা/২৬০১)

মুআয رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী s বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সলাতে আসবে, আর ইমাম কোনো অবস্থায় থাকবে, তখন ইমাম যা করছে সে যেন তাই করে।' (তিরমিযী, হা/৫৯১)[১০]

এর কারণ: ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক u এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, হয়ত সে ব্যক্তি উক্ত সাজদা থেকে মাথা উঠানোর পূর্বেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (তিরমিযী, উক্ত হাদীছের আলোচনা দ্রষ্টব্য)[১১]

তাকবীরে উলা ধরার আশায় সলাতে শরীক না হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না

'একাধারে ৪০ দিন তাকবীরে উলা তথা তাকবীরে তাহরীমার সাথে সলাত আদায় করতে পারলে তার জন্য দুটি মর্যাদা রয়েছে। ১. মুনাফিকের তালিকা থেকে তার নাম কেটে দেওয়া হবে। ২. তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।' (তিরমিযী, হা/২৪১; মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৬০৫) এই ফযীলত ধরার আশায় তাবলীগ জামাআতের কতিপয় ভাইকে দেখা যায়, কোনো কারণে মাসবূক হয়ে গেলে বা তাকবীরে তাহরীমা ছুটে গেলে জামাআত না ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। জামাআত শেষ হওয়ার পর নিজে আরেকটি জামাআত করে তাকবীরে উলা ধরার মিছে আশা করে। এভাবে তাকবীরে উলা পাওয়ার আশা করাটা

---

[১০] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ.

[১১] لَعَلَّهُ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِى تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.

ভুল। এভাবে তাকবীরে উলার ফযীলত পাওয়া যাবে না। তাই মাসবূক হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে না থেকে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সেই অবস্থায় শরীক হয়ে যাওয়া কর্তব্য। (আবূ দাঊদ, হা/৫০৬; তিরমিযী, হা/৫৯১; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৭৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হা/২৬০১)

মাসবূক তাকবীরে তাহরীমা বলে বুকে হাত বাঁধবে কি?

মাসবূক ব্যক্তি যখন সলাতে শরীক হবে, তখন ইমাম যদি ক্বিয়াম অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকবীরে তাহরীমা তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে কাঁধ বা কান বরাবর হাত উত্তোলন করে বুকে বাঁধবে। আর যদি ক্বিয়াম অবস্থায় না থেকে অন্য অবস্থায় থাকে, তাহলে হাত উত্তোলন করে ছেড়ে দিতে হবে। বুকে বাঁধতে হবে না। অতঃপর পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে ইমাম যে অবস্থানে আছে সেখানে চলে যাবে। (আবূ দাঊদ, হা/৫০৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৭৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হা/২৬০১)

মাসবূক ছানা ও সূরা পড়বে কি?

ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলে ছানা পড়ার প্রসঙ্গ আসবে। দাঁড়ানো অবস্থায় না পেলে ছানা কিংবা সূরা পড়তে হবে না। সলাতের শুরুতে ছানা পড়া সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। অপরদিকে সরবে ক্বিরাআত হলে নিশ্চুপ থেকে ক্বিরাআত শোনাও ওয়াজিব। শুধু সূরা ফাতিহা ব্যতীত। (সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৫; আবূ দাঊদ, হা/৮২১) কারণ তা সর্বাবস্থায় পড়া ওয়াজিব। এই মূলনীতির আলোকে ছানা পড়ার বিধান হলো-

১. যদি জাহরী সলাত[১২] হয় এবং ইমাম ক্বিরাআত পড়া শুরু করে দেন, তাহলে মাসবূকের ছানা পড়ার জায়গা পার হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে মাসবূক আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়ে

[১২] যে সলাতে সরবে ক্বিরাআত পড়া হয় তাকে জাহরী সলাত বলে। আর যে সলাতে নীরবে ক্বিরাআত করা হয় তাকে সিররী সলাত বলে।